দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্কুলে যাওয়ার সুযোগ

বিশ্বে ১০ কোটির বেশী শিশু এখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো মৌলিক শিক্ষাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে একটি প্রধান ইস্যুতে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত সোমবার কথাগুলো বললেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ফেডেরিকো মাইয়র, ম্যানিলায় এক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন কারণে শিক্ষা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় শিক্ষার হার বাড়ানো ও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী এখন বৈদেশিক ঋণ, অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও চরম দারিদ্র্যের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ দু'টি অঞ্চলের যেসব দেশে শিক্ষাখাতে বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয় এবং শিক্ষার জন্য ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্য আসে সেসব দেশেও শিক্ষা দুরবস্থার মুখোমুখি।

শ্রীলঙ্কা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশের জন্যই কমবেশী এই কথাগুলো প্রযোজ্য। ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার ৪০ বছরের বেশী চলে গেলেও জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞান দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব কোন দেশের সরকারই পালন করতে পারেনি। এক পা এগিয়ে যাওয়ার পর পরই দু'পা পিছানো হয়েছে। অদূরভবিষ্যতে এই অবস্থার উন্নতি হবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের উল্লেখ থাকে। বিদেশী সাহায্য পাওয়ার জন্য নানা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ প্রার্থনা করা হয়। সম্প্রতি আবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। কাগজে-কলমে আয়োজনের কোন ঘাটতি নেই, কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণের নতুন উদ্যোগ তেমন একটা চোখে পড়ে না।

আমাদের দেশে অন্তত ৬০ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের জন্য অন্তত ২৪ হাজার নতুন স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বাড়লেও পড়া শেষ না করেই স্কুল ত্যাগের হার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বেশী। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে, এক কোটি শিশুকে পাঠ শেষ না করা পর্যন্ত স্কুলে ধরে রাখা।

গত দশকে জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বেড়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১২ ভাগ মাত্র।

বিগত সরকারের আমলে আমরা শুনেছিলাম, 'শিক্ষাকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সবচাইতে প্রবল আন্দোলনে' রূপান্তরিত করা হবে। পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাংক ১১০০ কোটি টাকা দেবে। সরকার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮ হাজার বিদ্যালয় নির্মাণ করবে। দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। সবার জন্য স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই কর্মসূচীর কাগজপত্র বোধহয় এখন বস্তাবন্দী।

বর্তমানে দেশের যে অবস্থা সরকারী তৎপরতায় নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের আশা করে বোধ হয় কোন লাভ হবে না। তবে বর্তমানে যেসব স্কুলের অস্তিত্ব আছে, সেগুলোতে শিক্ষা ও শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টির আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। এই শুকনো মৌসুমে সকল স্কুল ভবন মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগ, ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করতে পারলেই বর্তমান সরকার অনেক দক্ষতার পরিচয় দেবে।

বিদেশীদের কাছে শিক্ষার জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হয় ঠিকই; কিন্তু সেই অর্থ ঠিকমত খরচ করার মত দক্ষতা আমরা অর্জন করিনি। সেকথা বিদেশী দাতাদেরও অজানা নেই। বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে শোরগোল তোলার বদলে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঠিকমত চালাবার ব্যবস্থা নিলেই স্কুলে যাওয়ার খানিকটা বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইউনেস্কোর মহাসচিব শিক্ষাকে একটি প্রধান ইস্যুতে পরিণত করতে চাইছেন। কথা নয়, কাজের মাধ্যমে আমরা তার সাথে সহযোগিতা করতে পারি। শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তারা সচেতন আছেন কি?

14